জলছবি

জলছবি

সম্পদ বিশ্বাস

ব ই ব ন্ধু

Jalchabi

by Sampad Biswas

Published by Boibondhu Publications Private Limited
২৬/২ Surya Sen Street, Kolkata ৭০০০০৯

© Sampad Biswas

ISBN 978-81-983417-8-5

প্রচ্ছদ : সৌরভ মিত্র
অলংকরণ : রণি বসু
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৫

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : মুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য : ৩৯৯/-
Price : $9

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯৩ উৎসর্গ ৩৫

অভিমানের ভেজা জলন্যাকড়ায় মুছে যাওয়া সম্পর্কের ক্যানভাসে প্রতিনিয়ত আবেগের জলরঙে একসঙ্গে বেঁচে থাকার স্বপ্ন এঁকে চলা মানুষগুলোর উদ্দেশে রইল এই সামান্য নিবেদন।

৯০ ভূমিকা ০৩

বাংলা সাহিত্যের স্রোত চিরকালই সদা বহমান, সদা নবীন। সেই ধারায় রহস্য রোমাঞ্চ রয়েছে, রয়েছে গোয়েন্দা কাহিনি, ভয়ের কাহিনিও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু চিরকালই সামাজিক গল্প ও কাহিনি বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথীরা এই ঘরানাতেই লিখে বরেণ্য এবং প্রণম্য হয়েছেন।

এর কারণ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। মানুষ সবসময় জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকতে, জীবনকে ভালোবাসতে এবং জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হতে চায়। সাহিত্যের মূল শর্তই হচ্ছে মানুষের অনুভূতির ক্ষরণ ঘটানো। প্রেম, ভালোবাসা, ভয়, প্রতিশোধ, ক্ষমা, দয়া, পাপ, পুণ্য, অনুশোচনা, কাম, ত্যাগ, ক্রোধ, তিতিক্ষা, এক কথায় মানবজীবনের সমস্ত অনুভব এবং অনুভূতি মিলিয়েই সাহিত্যের বাগানে নতুন নতুন ফুল ফোটে।

মানুষের মনোজগতে সদা সর্বদাই যে আলো আঁধারির খেলা চলে, সাহিত্যিক চিরকালই তাকে ছুঁতে চেয়েছেন। অন্ধকার না থাকলে আলোর মাহাত্ম্য ফুটবে কী করে? তাই সেইসব মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের কত না বিচিত্র সব গল্প পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। তার কিছুটা সত্যি হয়, কিছুটা কল্পনা। আর সেই সব মনুষ্য সম্পর্কের মণিমুক্তো যখন সুঠাম লেখনীর সুতোয় গাঁথা হয়, তখন সেই আখ্যানগাথার প্রেমে পড়েননি, এমন মানুষ বিরল।

“জলছবি”, এমনই কিছু সম্পর্কের ওঠানামাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তিনটে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মেলবন্ধন। আমাদের চারপাশের মানুষদের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার ঘনঘটা আরও একবার আমাদের ভাবতে শেখায়, জীবন সততই সুন্দর।

নবীন কলমচিদের মধ্যে অন্যতম উদীয়মান প্রতিভা সম্পদ বিশ্বাস পেশাগত জীবনেও যথেষ্ট সফল। তাঁর লেখা এই বইটিতে সংকলিত তিনটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে দিই।

উত্তরণ—

বিবাহবিচ্ছেদের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এক সাফল্যের পিছনে ছুটে চলা শিল্পপতি ও সাবেকি বাঙালিয়ানায় ভরপুর তাঁর স্ত্রী, যিনি একজন কবি ও চিত্রশিল্পীও বটে, তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে লেখা উপন্যাস। তার সঙ্গে মিশেছে দমদমের কলোনিতে পাঁচ ঘর উঠোনের অভ্যেসে বেঁচে থাকা এক ভাড়াটে পরিবারের ছোটো ছোটো স্বপ্নের বুনন। সংসার গড়ার আর সংসার ভেসে যাওয়ার এই আকুতি আপনাকে কাঁদাবেই।

ক্যানভাস—

একজন অবসরপ্রাপ্ত আঁকার শিক্ষক, আর ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা এক জোড়া কিশোর কিশোরীর মধ্যে গড়ে ওঠা মনুষ্য সম্পর্ক এই কাহিনির প্রাণ। ছবি আঁকার স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায় সংসার গড়ে তোলার স্বপ্নছবি।

অসমীকরণ—

নদীর ধারে বহু পুরোনো শ্মশান, আর শ্মশানের পাশে একটা ঘরে বসবাস এক বিচিত্র পরিবারের আখ্যান এই কাহিনির মূল উপজীব্য। এক চেপে রাখা করুণ ইতিহাস আর মানুষের নিজের ভালোবাসা হারানোর ভয়, এই নিয়েই কাহিনি এগিয়েছে পরিণতির দিকে।

রোজকার আলো ঝলমলে ঝাঁ চকচকে সভ্যতায় মোড়া জীবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির রাংতায় মোড়া এই তিনটি উপন্যাস। সাদা চোখে দেখতে পাওয়া সাফল্যের জয়গানের আড়ালে কীভাবে মানুষের বাঁচার আর্তি মাথা কুটে মরে, এই তারই করুণ রঙিন গাথা। এ যেন একাকিত্বের চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতেও মনের গোপনে সযত্নে লালিত ক্যানভাসে এঁকে যাওয়া জলছবি। সেই জলছবি ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলে হয়তো দেখা যায় আদতে নাম না জানা সম্পর্কের আড়ালেই লুকিয়ে আছে ভালোবাসার গভীরতম শিকড়।

লেখকের প্রকাশিত প্রথম দুটি বই, "অনুরণন" ও "চিলেকোঠা", অচিরেই বহু সাহিত্যপ্রেমীর মন ছুঁয়ে গেছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জনপ্রিয় পূজাবার্ষিকী, গল্প ও কাব্য সংকলনে নিয়মিত ওঁর লেখা প্রকাশিত হয়। আমি এই নবীন লেখক এবং এই বইটির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

Avik Sarkar

৯৩ প্রাক্‌কথন ৩৫

ইট-কাঠ-পাথরের নিষ্প্রাণ জঙ্গলে ঘেরা আধুনিক নগরজীবনের ধূলি ধূসর পথে ছুটে চলাই যেন সজীবতার একমাত্র গ্রাহ্য প্রমাণ। কারও নাকের ডগায় সাফল্যের গাজর ঝুলছে, সেটা ছোঁয়ার লক্ষ্যেই সে ছুটে চলেছে; আবার কারও হয়তো চোখের তারায় লুকিয়ে থাকা প্রত্যাশার ঘূর্ণাবর্তে লক্ষ্য শব্দটাই বিলীন হয়ে গেছে, তবু সেও ছুটে চলেছে। দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি মুছে গিয়ে, বয়স-জাত-শ্রেণির ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানুষজন ছুটে চলেছে; না হলে বুঝি বা নিশ্চিত মুঠোবন্দি হতে চলা সাফল্যও শেষ অবধি অধরা মাধুরীই হয়ে রয়ে যাওয়ার ঘোর সম্ভাবনা। তবু এই অনন্ত ম্যারাথনের মাঝে জীবন যখন এক মুঠো বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সন্ধানে ইতিউতি সহমর্মিতার চারা বোনে, শারীরিক ক্লান্তির চেয়েও যখন মানসিক শ্রান্তি অনেক বেশি তীব্রতায় অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে চেপে ধরে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়, তখন সভ্যতার ধ্বজা বহনকারী ক্রীড়নক হিসেবে ছুটে চলা রক্তমাংসের মানুষটাও আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য সময়ের ক্যানভাসে নাম না জানা সব রং-তুলির আঁচড়ে জীবনের জলছবি আঁকে। তাতে ঝাঁ চকচকে সভ্যতার চড়া নিয়নের আলোয় হাত-পা ছুড়ে মরতে বসা মানব হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কখনও লাল নীল সবুজের রঙিন রেখায় বা কখনও সাদা কালো ধূসরের মন কেমন করা মিশেলে নিজ নিজ উপস্থিতির জানান দেয়।

'জলছবি', আদতে যেন আকাশ-ছোঁয়া সাফল্যের ভিড়ে একাকিত্বের চোরাবালিতে ডুবতে বসা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোর এক প্রামাণ্য দলিল

যেখানে মনুষ্যত্বের আতশ কাচে চোখ রেখে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়, আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বুঝি বা আবেগের রং বদলায়, মান অভিমানের আকার পালটে যায়, চাওয়া পাওয়ার কাটাকুটি খেলায় নিয়ম বদলায়, তথাকথিত ঘৃণ্য মানুষটার ভিতরেও অনুভূতির একটা আস্ত ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি খুঁজে পাওয়া যায়, সর্বোপরি জীবন যন্ত্রণায় পুড়ে বিশুদ্ধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একটা আস্ত 'আমি'-কে খুঁজে পাওয়া যায়। বছর ঘুরবে, জীবনপ্রবাহ বয়ে চলবে, সভ্যতার রোশনাই বাড়বে, আর তারই মাঝে অনুভূতির রামধনু রঙে আঁকা কাহিনির মোড়কে জন্ম নেওয়া এই 'জলছবি' মানুষের মনে ওই সেই বিশুদ্ধ 'আমি'-টাকে খুঁজে ফেরার তাগিদটুকু বাঁচিয়ে রাখবে।

—সম্পদ বিশ্বাস

জলছবি

উত্তরণ ❖ ১৭

ক্যানভাস ❖ ১১৩

অসমীকরণ ❖ ১৫৯